দৈনিক ইত্তেফাক

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 02 JUN 1989
পৃষ্ঠা 1 ... 8

চাকুরীর বয়সসীমা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রস্তাব ভোটে নাকচ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গতকাল (বৃহস্পতিবার) জাতীয় সংসদে সরকারী চাকুরীতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ২৭-এর স্থলে ৩২ বছর করার একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব ভোটে নাকচ হইয়া যায়। স্বতন্ত্র সদস্য নূরুল ইসলাম মনি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন, মাসের পর

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

চাকরার বয়সসীমা

(১ম পৃঃ পর)

মাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে, ৪ বছরের কোর্স ৭ বছরে শেষ হয় না। পাস করিতেই ২৭ বছর পার হইয়া যায়। চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করারও বয়স থাকে না। একদিকে ব্যাপক হারে বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে অন্যদিকে অবসরপ্রাপ্তদের সরকারী পদে নিয়োগ করা হইতেছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সংসদকার্যে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়োজিত মন্ত্রী ব্যারিষ্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, বেকার সমস্যা সমাজে সংকট সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে এ ব্যাপারে আমরা দ্বিমত পোষণ করি না। কিন্তু চাকুরীর বয়সসীমা বাড়াইয়া সঙ্কটের নিরসন করা যাইবে না। বরং সেশন জট নিরসন, পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, দায়িত্বহীন ধর্মঘট বন্ধ এসব পদক্ষেপের মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। এজন্য জাতীয় ঐক্যমত প্রয়োজন।

আলোচনার এক পর্যায়ে জাসদের শাজাহান সিরাজ বলেন, রেলওয়েতে অনেক পদ খালি পড়িয়া আছে। যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন এ সম্পর্কে এক ব্যাখ্যায় বলেন, এ সংসদেই আলোচনা হইয়াছে রেলওয়েতে অতিরিক্ত কর্মচারী রহিয়াছে। রেলওয়েতে লোকসানের অন্যতম কারণও ইহাই। তবে কোন কোন বিভাগে কিছু পদ খালি আছে। রেলওয়ের স্বার্থেই সে সব পদে আপাততঃ নিয়োগ করা হইতেছে না।

গতকাল ছিল বেসরকারী দিবস নূরুল ইসলাম মনির সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সমর্থন করিয়া অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন বিরোধী দলীয় নেতা আ,স,ম আবদুর রব, আবদুল হাই, এম, এ, গোফরান, কাজী রাব্বিউল হাসান ও দবিরউদ্দিন জোয়ারদার।

গতকাল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি স্পীকার রেয়াজ উদ্দিন ভোলা মিয়া ও সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য এ, কে, এম শামসুল হুদা। অধিবেশন আগামী রবিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত মুলতবী রাখা হয়।

নূরুল ইসলাম মনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গত ৭ বছরে সাড়ে ৪ বছর বন্ধ ছিল। একজন ছাত্র ডিগ্রী লইয়া বাহির হইতে চাকুরীর বয়সসীমা পার হইয়া যায়। তাহারা বিদ্রোহ করিলে বলা হয় ছাত্র রাজনীতি চলিবে না। ১৯৭২ সালে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল শতকরা ২৪ ভাগ, এখন ১৬ ভাগ। '৭২-এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ৬টি, এখনও তাহাই আছে। তিনি বলেন, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা করার জন্য হাসপাতাল হইয়াছে। অথচ সুস্থ তরুণরা যে হতাশায় পড়িয়া মাদকাসক্ত হইতেছে তাহা নিরসনের কোন ব্যবস্থা নাই। 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' নামে একটি গ্রন্থে মুদ্রিত একটি ছবি দেখাইয়া বলেন, এখানে আছে 'এই খুনীকে ধরিয়ে দিন'। এই ব্যক্তি এখন সরকারে।

আ,স,ম, আবদুর রব বলেন, ৩৩৫টি মন্ত্রণালয়, অধিদফতর ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ১২ লক্ষ ৫৭ হাজার পদের মধ্যে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার পদ খালি আছে। নিয়োগ করা হইতেছে না। অথচ দেশে ৬০ লক্ষ শিক্ষিত বেকার। এম এ-বিএ পাস করিয়া বা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হইয়া চাকুরী পায় না। তাহারা করিবে কি? সন্ত্রাস, বোমাবাজির কারণও ইহাই। তাই আজ হয় চাকুরী দিন নয় তো বেকার ভাতা দিন।

শাজাহান সিরাজ বলেন, একটি সরকারের পক্ষে কোটি কোটি বেকারকে চাকুরী দেওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু বেকার সমস্যা সমাধানে যে কর্মমুখী শিক্ষা দরকার বা যুবকদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর যে সহযোগিতা দরকার, তাহা '৭২ হইতে অদ্যাবধি কোন সরকারই দিতে পারেন নাই।

জবাবে মন্ত্রী ব্যারিষ্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, চাকুরীর বয়সসীমা শিথিল করার প্রয়োজন নাই। অনেক ক্ষেত্রে শিথিল করাই আছে। স্বাধীনতার পূর্বে বয়সসীমা ছিল ২৫ বছর। মুক্তিযুদ্ধের কারণে ছাত্রদের প্রায় দেড় বছর নষ্ট হওয়ায় স্বাধীনতার পর বয়সসীমা শিথিল করিয়া ২৭ বছর করা হয়। ১৯৮৫ সালে প্রয়োজনের কথা চিন্তা করিয়া বিসিএস-এর কয়েকটি ক্যাডারে শিথিল করিয়া ৩০ বছর করা হয়। এছাড়া মহিলা এবং উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে ৩০ বছর, মুক্তিযোদ্ধা ৩২ বছর ও তফসিল সম্প্রদায়ের জন্য ২৯ বছর।